সংবাদ

তারিখ ... 9 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪

হাইকোর্টের রুল

ডাকসু নির্বাচনের ব্যর্থতা কেন অবৈধ নয়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন করতে না পারার কারণ জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আদালত অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। গতকাল বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের বেঞ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলেছেন।

রুলের জবাব দিতে শিক্ষা সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, নিবন্ধক ও প্রক্টরকে বলা হয়েছে।

প্রায় দুই যুগ ধরে অচল ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে গত ২১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ শিক্ষার্থীর পক্ষে অ্যাডভোকেট মনজিল মোর্শেদ হাইকোর্টে রিট আবেদনটি করেন।

রিট আবেদনে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের বিধান অনুযায়ী প্রতিবছর ডাকসুতে নির্বাচন হওয়ার কথা। এই নির্বাচনের মূল উদ্দেশ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সত্যিকার নাগরিক হিসেবে তৈরি করা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। পাশাপাশি পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য এই নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদান জোরদার করতে পারে। কিন্তু নির্বাচন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয় আবেদনে।

১৯৯০ সালের ৬ জুলাই ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয়। ওই নির্বাচনে ছাত্রদলের আমান-খোকন-আলম (আমান উল্লাহ আমান, খায়রুল কবির খোকন, নাজিম উদ্দিন আলম) পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ১৯৯৮ সালের ২৮ মে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন আবেদনে যুক্ত করে দেয়া হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৭ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (তৎকালীন) অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সভায় ডাকসু ভেঙে দেয়া হয়।

ডাকসু নির্বাচনে পদক্ষেপ নিতে গত ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উকিল নোটিসও পাঠিয়েছিলেন মনজিল মোর্শেদ।